উত্তম উদ্ভাবন চর্চার শো-কেসিং-২০১৭

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

তারিখ	ঃ	৩০ এপ্রিল ২০১৭ (সকাল-৯.০০-দুপুর ২.০০ টা)।
স্থান	ঃ	যুব ভবন(সম্মেলন কক্ষ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
আয়োজনে	ঃ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়।
অংশগ্রহণে	ঃ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের (উপজেলা কার্যালয়) ৫টি, অধিদপ্তরের (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ শাখা) ৩টি এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২টি স্টলে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী ৩০ জন (ইনোভেটর) কর্মকর্তা (পরিশিষ্ট-ক)।
প্রধান অতিথি	ঃ	**জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম**, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
বিশেষ অতিথি	ঃ	**জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম**, ভার প্রাপ্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
	ঃ	**জনাব মোঃ আবদুল হালিম**, মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট(জিআইইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভাপতি	ঃ	**জনাব আনোয়ারুল করিম**, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
ইনোভেশন শো-কেসিং এর উপস্থাপন	ঃ	জনাব মোঃ ফায়জুল কবির, যুগ্ম-সচিব, চিফ ইনোভেশন অফিসার,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সঞ্চালনায়	ঃ	জনাব মানিক মাহামুদ,ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট,এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিঃ) ও ইনোভেশন অফিসার মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ ইনোভেটর এবং শো-কেসিং কর্মশালায় আগত অধিদপ্তরের সকল সম্মানিত কর্মকর্তা ও অতিথিগণকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কাজ শুরু করেন। তিনি কর্মশালার প্রেক্ষাপট ও পটুভূমি তুলে ধরেন। এসময় অংশগ্রহণকারী ইনোভেটরদের পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং লার্নিং জার্নি পর্যালোচনা করা হয়। উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ তাদের উদ্যোগগুলি স্ব-স্ব স্টল এবং দেয়ালে বিভিন্ন তথ্যচিত্র/স্থিরচিত্র এবং রেপ্লিকাবের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এতে মূলতঃ সেবার সমস্যা, সমস্যা সমাধানে গৃহিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ফলাফল তুলে ধরা হয়। শোকেসিং এর এ পর্যায়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত ৬ জনের রিসোর্স টিম শো-কেসিং-এ উপস্থাপিত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৫টি স্টলে ৫টি উদ্যোগ, প্রধান কার্যালয়ের ৩টি স্টলে ১০টি উদ্যোগ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া পরিদপ্তর ১টি স্টলে ২টি উদ্যোগসহ মোট ১৭টি উদ্যোগ নিবীড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে উদ্যোগগুলির ব্যবহারযোগ্যতা, বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক রেপ্লিকেশন/স্কেলআপযোগ্য উদ্যোগসমূহ চিহ্নিত করেন (পরিশিষ্ট-খ)।

সমাপনী পর্বের শুরুতেই প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগগুলোর স্টল পরিদর্শন করেন ও উদ্ভাবকদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। এসময় তারা প্রতিটি উদ্যোগের ভূয়শি প্রশংসা করেন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। অতিথিবৃন্দের স্টল পরিদর্শন শেষে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এটুআই প্রোগ্রাম এর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট জনাব মানিক মাহামুদ।

অনুষ্ঠানের এপর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার শোকেসিং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, শিখন, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং রির্সোস টিম কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াগুলির উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন প্রত্যেকটি উদ্যোগই প্রশংসনীয়, উদ্ভাবকগণ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিবেদিতভাবে এগুলোকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবর্গের উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিশেষ অতিথিগণের বক্তব্য ঃ

মহাপরিচালক, গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঃ জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন আমাদের দেশে সেবার মান সহজীকরণ(Service process simplification) এর লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সেবার মান উন্নীতকরণ। অর্থাৎ কাজের ধাপ কমিয়ে (Process cycle time) সময় কমানো, খরচ কমানো এবং কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি করা। আমাদের দেশে 'ইনোভেশন' উৎসাহিত করার জন্য সেবার মান সহজীকরণ (Service process simplification) -কে ইনোভেশন বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতার্থে ইনোভেশন হলো এমন সৃজনশীল পরিবর্তন যা কাজের সার্বিক পরিবর্তনসহ নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে । তিনি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনগুলোর সফলতা কামনা করেন।

ভারপ্রাপ্ত সচিব (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়) ঃ জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেন গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে চিন্তা করে কাজ করা হচ্ছে। এ সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ পছন্দনীয় এবং প্রশংসার দাবিদার। তবে চিন্তাগুলো আরো প্রসারিত করতে হবে। সব উদ্যোগ যে সফলতা আনবে তা নয়, শুরু করাটাই বড় কথা। এই অভিজ্ঞতা বা অসফলতার কারণগুলো ভবিষ্যৎ-এ বড় ধরনের সফলতা এনে দেবে। পৃথিবীর অন্যান্য বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে ইনোভেশন চর্চার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তিনি চাকুরীর পদোন্নতি সংক্রান্ত বিদেশের একটি উদাহরণ দেন। দু'জন প্রার্থীর যোগ্যতা একই, একজন কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন সকলের ধারণা ছিল পদোন্নতি তিনিই পাবেন। কিন্তু পদোন্নতি পেলেন দ্বিতীয় জন, কারণ ১ম জন তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের (রুটিন ওয়ার্ক) ক্ষেত্রে নম্বর পেয়েছিলেন কিন্তু ২য় জন ১ম জনের চাইতে নম্বর বেশী পেয়েছিলেন, কারন তিনি রুটিন দায়িত্বের বাইরে "ইনোভেটিভ" উপায়ে তাঁর কাজগুলো করেছিলেন। মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেগুলি অবশ্যই সফল হবে। এক্ষেত্রে তিনি এটুআই প্রোগ্রামের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। প্রশিক্ষিত ইনোভেটরসহ সকলকে তিনি আরো বেশী ইনোভেশন চর্চার আহ্বান জানান।

মোড়ক উন্মোচনঃ জনাব আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা, খুলনা কর্তৃক রচিত 'বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গার গল্প'' পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মুক্ত আলোচনাঃ এ পর্বে উদ্ভাবকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাবনা ও সমস্যার কথা তুলে ধরে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষিত ইনোভেটরদের ল্যাপটপ সরবরাহ করার জন্য। যদি অধিদপ্তরের পক্ষ হতে অনুকূল পরিবেশ তৈরী না হত তবে উদ্ভাবন চর্চাকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসা সম্ভব হত না। চার জন কর্মকর্তাকে সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা এটুআই এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। সফল ইনোভেটরদের অধিদপ্তর হতে স্বীকৃতি প্রদান না করায় অনুযোগের কথা তুলে ধরেন। তবে সকলেই ইনোভেশন সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য ঃ প্রধান অতিথি মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব শফিউল আলম অংশগ্রহণকারী সকল উদ্ভাবক এবং তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো টেকসই করে মাঠে ছড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান। যুব ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং যুবদের সময়, খরচ ও যাতায়াত কমানোর পাশাপাশি সময়োপযোগী বিধায় তিনি উদ্যোগটির প্রশংসা করেন। বেকারমুক্ত গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা সুদূর প্রসারী চিন্তা উল্লেখ করে উদ্যোগের সাধুবাদ জানান। বেকারমুক্ত গ্রাম প্রতিষ্ঠার সফলতার কাহিনী নিয়ে রচিত পুস্তিকার রচয়িতা উদ্ভাবক জনাব আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রূপসা, খুলনাকে ধন্যবাদ জানান। একই সাথে মাঠ পর্যায়ের অন্য উদ্যোগ গ্রহণকারীদেরকে তাঁদের সফলতা লিখনীর মাধ্যমে তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারের আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্য ঃ মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরঃ অধিদপ্তরের উদ্ভাবন চর্চার সাথে যারা জড়িত এবং উদ্ভাবনের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে যারা নতুন নতুন উদ্ভাবন উদ্যোগ নিচ্ছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন আমাদের সামনে লক্ষ্য অনেক বড়; তাই অনেক লম্বা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। কাজেই পেছনে তাকানোর সুযোগ আমাদের নেই। যেতে হবে সামনের দিকে, হতে হবে ভবিষ্যৎমুখী। ২০২১ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী উদ্যোগকে আরো বেগবান করতে হবে। প্রথাগত বা প্রচলিত ধারার বাইরে এসে কাজ এগিয়ে নিতে হবে এবং তা হতে হবে জনবান্ধব । পূর্বে ইনোভেশনের চর্চা ছিল না। ২০০৮ এর নির্বাচনের পর উদ্ভাবন চর্চাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং অনুকূল এক বাতাবরন সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে উদ্ভাবন চর্চার উদ্দেশ্য টিসিবি কমিয়ে আনা। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে এসে সেবাকে সহজ করা এর লক্ষ্য; পর্যায়ক্রমে কাজের গুনগত পরিবর্তনসহ সার্বিক বিষয়ে নজর দিতে হবে।

সবশেষে সভাপতি মহোদয় নান্দনিক উত্তম চর্চার শোকেসিং আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধান অতিথি দাপ্তরিক ব্যস্ততার মাঝেও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত এবং দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও এটুআই প্রোগ্রামের কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের এবং অধিদপ্তরের উদ্ভাবকদের উপস্থিতিসহ সার্বিক কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান। কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশ এবং করণীয় বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সংযুক্তিঃ পরিশিষ্ট 'ক'- ৩ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-'খ'- ২ পৃষ্ঠা

০৬.০৫.১৭

মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও
ইনোভেশন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

পরিশিষ্ট-ক

উত্তম উদ্ভাবন চর্চার শো-কেসিং, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এপ্রিল ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে যোগদানকারী ইনোভেটর ও উদ্যোগের বিবরণঃ

উদ্যোগ গ্রহণকারীর পর্যায়	স্টল/ ক্রমিক নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	উদ্ভাবন দলের সদস্যদের নাম	শো-কেসিং উপস্থাপনকারীগণের নাম
১। মাঠ কার্যালয়ের উদ্যোগ	১.১	বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন	১। জনাব আবু বকর মোল্লা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা, খুলনা ২। জনাব আবদুল হালিম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ৩। জনাব সঞ্জীব কুমার দাশ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	১। জনাব আবু বকর মোল্লা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা, খুলনা ২। জনাব আবদুল হালিম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ৩। জনাব সঞ্জীব কুমার দাশ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা ।
	১.২	যুব ঋণ বিতরণ সহজীকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১। জনাব শাকিলা খাতুন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, হাটহাজারী,চট্টগ্রাম ২। জনাব নার্গিস আরা বেগম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, নোয়াখালী ৩। জনাব ফেরদৌসী বেগম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর,নারায়ণগঞ্জ ৪। জনাব আকলিমা আক্তার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, সিরাজগঞ্জ ৫। জনাব ইয়াসিনুল কবির উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	১। জনাব শাকিলা খাতুন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, হাটহাজারী,চট্টগ্রাম ২। জনাব নার্গিস আরা বেগম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, নোয়াখালী ৩। জনাব ফেরদৌসী বেগম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর,নারায়ণগঞ্জ
	১.৩	যুবসংগঠন তালিকাভুক্তি/ নিবন্ধন সহজীকরণ (অনলাইন) এবং সংগঠনের সদস্যদের কর্তৃক আত্মকর্মসংস্থান সৃজন	১। জনাব প্রশান্ত কুমার দে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, মাগুরা ২। জনাব নাজিম উদ্দিন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, যশোর ৩। জনাব মোঃ ইকবাল নাছির উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, হবিগঞ্জ	১। জনাব প্রশান্ত কুমার দে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, মাগুরা ২। জনাব নাজিম উদ্দিন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, যশোর ৩। জনাব মোঃ ইকবাল নাছির উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, হবিগঞ্জ

উদ্যোগ গ্রহণকারীর পর্যায়	স্টল/ ক্রমিক নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	উদ্ভাবন দলের সদস্যদের নাম	শো-কেসিং উপস্থাপনকারীগণের নাম
	১.৪	ম্যানুয়েল পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইনে প্রশিক্ষণ আবেদন গ্রহণ	১।জনাব আমজাদ হোসেন সরদার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফকিরহাট,বাগেরহাট ২। জনাব এমাদুল হক খান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা ৩। জনাব মিজানুর রহমান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বোরহান উদ্দিন, ভোলা ৪। জনাব সামছুন নাহার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ ৫। জনাব বিভাষ কুমার দাস উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, বরগুনা	১।জনাব আমজাদ হোসেন সরদার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফকিরহাট,বাগেরহাট ২। জনাব এমাদুল হক খান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা ৩। জনাব সামছুন নাহার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
	১.৫	যুব প্রশিক্ষণ অধিকতর বাস্তব উপযোগী করে আত্মকর্মী সৃজন	১। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রানিশংকৈল,ঠাকুরগাঁও ২। জনাব নাসরিন জাহান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিরল, দিনাজপুর ৩। প্রিন্স বাহাউদ্দিন তালুকদার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, খালিশপুর, খুলনা ৪। জনাব মোঃ মনজুর আলম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ৫। জনাব বদরুল আমিন খান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, পটুয়াখালী	১। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রানিশংকৈল,ঠাকুরগাঁও ২। জনাব নাসরিন জাহান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিরল, দিনাজপুর ৩। প্রিন্স বাহাউদ্দিন তালুকদার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, খালিশপুর, খুলনা ৪। জনাব মোঃ মনজুর আলম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ।
২। প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগঃ ক) প্রশিক্ষণ শাখা ই-লার্নিং প্রশিক্ষণ কার্যালয়ঃ	২.১	লার্নিং কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরী।	১। জনাব আনোয়ারুল করিম মহাপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২। জনাব মাসুদা আকন্দ উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা	১। জনাব মাসুদা আকন্দ উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা ২। খন্দকার রওনাকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা
	২.২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ডাবল মনিটর সিসটেম ব্যবহার	১। জনাব আনোয়ারুল করিম মহাপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২। জনাব মাসুদা আকন্দ উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা ৩। জনাব শাহীনুর রহমান সহকারী পরিচালক(দাঃবিঃ ও ঋণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা	

উদ্যোগ গ্রহণকারীর পর্যায়	স্টল/ ক্রমিক নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	উদ্ভাবন দলের সদস্যদের নাম	শো-কেসিং উপস্থাপনকারীগণের নাম
	২.৩	ভার্মি কম্পোস্ট/ কেঁচোসার উৎপাদন বিষয়ক কোর্সটি www.muktapath.gov.bd সংযোজন করা হয়েছে।	১। জনাব মাসুদা আকন্দ উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা ২। খন্দকার রওনাকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা	
	২.৪	ট্রেনি এটেনডেন্ট ট্র্যাকিং সিসটেম	জনাব মাসুদা আকন্দ উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা	
	২.৫	যুব প্রশিক্ষণ সেবা) সহজীকরণ যুব কথাবার্তার সমৃদ্ধ দ্রব্যাদি তৈরী	১। জনাব মঞ্জুর আলম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	
খ) প্রশাসন শাখা	৩	পিডিএস, পেনশন সহজীকরণ এবং ই-ফাইলিং	১। জনাব আব্দুর রেজ্জাক উপ-পরিচালক (আইসিটি সেল) ২। জনাব ফরহাত নুর উপ-পরিচালক(বাস্তবায়ন) ৩। জনাব শাহাদাত হোসেন নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ৪। জনাব ফজলুল হক সহকারী পরিচালক	১। জনাব ফরহাত নুর উপ-পরিচালক(বাস্তবায়ন) ২। জনাব মরিয়ম আক্তার সহকারী পরিচালক(প্রশাসন) ৩। জনাব শাহাদাত হোসেন নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
গ) দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ শাখা	৪.১	মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায়	১। জনাব আনোয়ারুল করিম মহাপরিচালক ২। জনাব মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ পরিচালক (দাঃবিঃও ঋণ) ৩। জনাব শাহিনুর রহমান সহকারী পরিচালক(দাঃবিঃও ঋণ) ৪। জনাব পারভেজ মোল্লা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বানিরামপুর,যশোর	১। জনাব শাহিনুর রহমান সহকারী পরিচালক(দাঃবিঃও ঋণ) ২। জনাব পারভেজ মোল্লা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বানিরামপুর,যশোর
	৪.২	সিসটেম জেনারেটেড অনলাইন- ঋণ রিপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ		
	৪.৩	আত্মকর্মসংস্থান সৃজন রিপোর্ট ব্যবস্থাপনা		
	৪.৪	অনলাইন ঋণের প্রাথিমিক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ		

উত্তম উদ্ভাবন চর্চার শো-কেসিং, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক এপ্রিল ২০১৭ মাসে আয়োজিত কার্যক্রমে উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ে গৃহীত সুপারিশঃ

স্টল/ ক্রমিক নং	উদ্যোক্তার নাম	পর্যালোচনা/বাস্তব অবস্থা	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১	বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন	রূপসা ও কুমারখালী উপজেলায় উদ্যোগটির সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। উপস্থাপিত তথ্য সার্বিক গ্রামের জনগণের আত্মসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কাজেই উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য।	প্রতি উপজেলায় ১টি গ্রামের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	পরিকল্পনা শাখা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১.১	যুব ঋণ বিতরণ সহজীকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	মাঠ পর্যায়ের গৃহীত উদ্যোগটিকে অধিকতর যৌক্তিক করে দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ শাখার উদ্যোগে যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়া করণ শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরী করে বর্তমানে ০৪টি জেলা ২৬টি উপজেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে এবং প্রত্যাশিগণ সুবিধা গ্রহণ করছে।	গৃহীত উদ্যোগটি পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১.২	যুবসংগঠন তালিকাভুক্তি/ নিবন্ধন সহজীকরণ (অনলাইন) এবং সংগঠনের সদস্যদের কর্তৃক আত্মকর্মসংস্থান সৃজন	উপস্থাপিত তথ্য, চিত্র হতে বুঝা যায় উদ্যোগটি পরিশিলিত আকারে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।	উদ্যোগটির প্রয়োজনীয় সংযোজনী প্রদানপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	বাস্তবায়ন শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১.৩	ম্যানুয়েল পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইনে প্রশিক্ষণ আবেদন গ্রহণ	ক) এ উদ্যোগটিকে পরিশিলিত করে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এম,আই ক্রয় তহবিল হতে অনুদান পাওয়া গেছে এবং পদ্ধতিটি প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্প্রসারণ। খ) যুব তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ এ্যাপস তৈরী যা যুবদের সেবা প্রাপ্তির তথ্য পেতে সহযোগিতা করবে।	ক) দ্রুত কাজ শেষ করে জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। খ) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	প্রশিক্ষণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১.৪	যুব প্রশিক্ষণ অধিকতর বাস্তব উপযোগি করে আত্মকর্মী সৃজন	উদ্যোগটি উপরে বর্ণিত ১.৪ এর সমার্থক।	উদ্যোগটি সম্প্রসারণ করার যৌক্তিকতা নাই।	-
২	লার্নিং কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরী।	এ বিষয়ে একটি সফটওয়্যার তেরি করা হয়েছে যা এখন ব্যবহার করা হয়নি।	মাঠ পর্যায়ে দ্রুত ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে দ্রুত ব্যবহার এবং অব্যাহত উন্নয়নের কাজ করা যেতে পারে।	প্রশিক্ষণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২.১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ডাবল মনিটর ব্যবস্থা	এ পদ্ধতি ব্যবহারের অধিকতর যৌক্তিক ও অর্থবহ প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে।	পদ্ধতিটি পরীক্ষামূলকভাবে ২টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	ঐ
২.২	ভার্মি কম্পোস্ট/ কেচোসার উৎপাদন বিষয়ক কোসটি www.muktapath.gov.bd সংযোজন করা হয়েছে।	ভার্মি কম্পোস্ট/উৎপাদন প্রক্রিয়া তৈরীপূর্বক মুক্তপাঠে যুক্ত হয়েছে।	আগামী বছর এরাও ২/৩টি কনটেন্ট যুক্তাকারের কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে।	প্রশিক্ষণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্টল/ ক্রমিক নং	উদ্যোক্তার নাম	পর্যালোচনা/বাস্তব অবস্থা	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
২.৩	ট্রেনি এটেনডেন্ট ট্র্যাকিং সিসটেম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি তদারকির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি কার্যক্রম ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।	পদ্ধতি ২টি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	প্রশিক্ষণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২.৪	যুব প্রশিক্ষণ (সেবা) সহজীকরণ যুব কথাবার্তার সমৃদ্ধ দ্রব্যাদি তৈরী।	এটুআই এর সহযোগিতায় গাজীপুর ও জামালপুর জেলায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।	প্রতি বিভাগের ন্যুনপক্ষে ১টি করে জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	ঐ
৩.০	পিডিএস, পেনশন সহজীকরণ এবং ই-ফাইলিং	পেনশন সহজীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সুবিধাভোগ করছেন।	পেনশন সহজীকরণের উদ্যোগটি ব্যবহার এবং অব্যাহত উন্নয়ন করা যেতে পারে।	প্রশাসন শাখা
৪.০	সিসটেম জেনারেটেড অনলাইন-ঋণ রিপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ।	এ উদ্যোগটি ইতোমধ্যে ৫৩টি উপজেলায় ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্যোগের ফলপ্রসুতা ও কার্যকারিতা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও নির্ভরযোগ্য।	আগামী বছর ২০/২৫টি উপজেলা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া যায়।	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ শাখা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.১	মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায়	চারটি পাইলটিং উপজেলা ব্যতীত ইতোমধ্যে তিনটি জেলায় ২১টি উপজেলায় সফলতার সাথে এ উদ্যোগ ব্যবহার হচ্ছে, এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাগণ দারুনভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপশি সংশ্লিষ্ট জনবলের সময় সাশ্রয় হচ্ছে যা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে।	আগামী বছরে প্রতিটি বিভাগে ন্যুনপক্ষে ১টি করে জেলায় এ উদ্যোগ সম্প্রসারিত হতে পারে।	ঐ
৪.২	আত্মকর্মসংস্থান সৃজন রিপোর্ট ব্যবস্থাপনা	এ প্রক্রিয়াটি ০৩টি জেলায় ব্যবহার হচ্ছে। এর মাধ্যমে আত্মকর্মীদের তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা সময়পোযোগী।	আগামী বছর ন্যূনপক্ষে ৪টি জেলায় এ উদ্যোগটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	ঐ
৪.৩	অনলাইন ঋণের প্রাথমিক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।	উদ্যোগটি ইতোমধ্যে ০৩টি উপজেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রত্যাশিগণ অনলাইনে সেবা গ্রহণ করছেন।	উদ্যোগটি আগামী বছর ৪টি জেলায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	ঐ
৫.০	অটিস্টিকদের জন্য ক্রীড়া সুযোগ	সকলকে নিয়ে উন্নয়নের চিন্তায় উদ্যোগটি ফলপ্রসু হতে পারে।	উদ্যোগটি কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া যায়।	ক্রীড়া পরিদপ্তর
৫.১	ক্রীড়া দপ্তরের জনবল পেনশন সহজীকরণ	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেনশন সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর হবে।	উদ্যোগটি দ্রুত ব্যবহার করা যায়।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

কর্মশালায় কয়েকটি সাধারণ সুপারিশ গৃহীত হয় যা নিম্নরূপঃ

নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী	মন্তব্য
১।	চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে নতুন উদ্ভাবক তৈরীর লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
২।	সফল উদ্ভাবকদের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া।	স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা	
৩।	ইনোভেটরদের সফলতার কাহিনী সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া	উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ।	